রেজিস্টার্ড নং ডিএ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৯, ২০১৫

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
(ভূমি হুকুম দখল শাখা)
এল, এ
১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ
কেস নং ২৩/৯৯-২০০০
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমতি হইতেছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা চাঁদগাও, জে, এল, নং ৯, উপজেলা/থানা পাঁচলাইশ হালে চান্দগাঁও, জেলা চট্টগ্রাম।

বি,এস, খতিয়ান নং	বি,এস, দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৪৩৬৬	১৯৫৫ আং	০.১০

মোঃ ইসমাইল
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও এল,এ)।

অধিগ্রহণ কেস নং ২৪/৯৯-২০০০
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমতি হইতেছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা চাঁদগাও, জে, এল, নং ৯, উপজেলা/থানা পাঁচলাইশ হালে চান্দগাঁও, জেলা চট্টগ্রাম।

বি,এস, খতিয়ান নং	বি,এস, দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১২২৫	১২৫৩ আং	০.১০

মোট জমির পরিমাণ ০.১০ একর (কম/বেশী)।

মোঃ ইসমাইল
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও এল,এ)।

ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং ১৫/২০০৪-২০০৫
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমতি হইতেছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে

অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা বাকলিয়া, জে, এল, নং ১৫, থানা পাঁচলাইশ জেলা চট্টগ্রাম।

বি,এস, খতিয়ান নং	বি,এস, দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
২৪৭৫	২৫৭০ আংশিক	০.০২
২৪৭৫	২৫৭১	০.০৬
	মোট=	০.০৮ একর (কম/বেশী)

মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল,এ)।

১৯৮৩-৮৪ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ
কেস নং ৬৮/৮৩-৮৪

ফরম ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমতি হইতেছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা মোহরা, জে, এল, নং ৯, উপজেলা/থানা পাঁচলাইশ চান্দগাঁও, জেলা চট্টগ্রাম।

আর, এস, খতিয়ান নং ৫৫৬, ৬০৩, ৮৩১, ৮৩৪, ৮৩৯, ৮৪৫, ৮৪৭, ৮৪৯, ১০৬৯, ১১১৮, ৩৮৬১, ৩৮৬২, ৩৮৬৩, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬।

আর, এস, দাগ সম্পূর্ণ ঃ ৮৫৯১, ৮৫৯৭, ৮৫৯৮, ৮৫৯৯, ৮৬০১, ৮৬০২, ৮৬০৩, ৮৬০৪, ৮৬০৫, ৮৬০৬, ৮৬০৭, ৮৬০৮, ৮৬০৯, ৮৬১০, ৮৬১১, ৮৬১২, ৮৬১৪, ৮৬১৫, ৮৬১৬, ৮৬১৭।

আর, এস, দাগ আংশিক ঃ ৮৫৫০, ৮৫৯৫, ৮৫৯০, ৮৫৯২, ৮৫৯৬, ৮৬০০, ৮৬১৬, ৮৬২১, ৮৬১৮, ৮৬২৩, ৮৬৩৩, ৮৬৩৪, ৮৫৮৯ এবং ৮৫৯০/১১৫০৮।

মোট জমির পরিমাণ = ৩.৫১ (একর কম/বেশী)।

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও এল,এ)।

অধিগ্রহণ কেস নং ৩০/৯৮-৯৯
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমতি হইতেছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা চিকনদন্ডী, জে, এল, নং ৪৩, থানা হাটহাজারী, জেলা চট্টগ্রাম।

বি,এস খতিয়ান নং ৩৮০৯।

বি, এস, দাগ নং ৮৯১২ পূর্ণ—০.০৫ একর।

হুকুম দখলকৃত জমির পরিমাণ = ০.০৫ একর।

হুকুম দখলকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চট্টগ্রাম এল, এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

মোঃ ইসমাইল
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও এল,এ)।

অধিগ্রহণ কেস নং ২২/৯৯-২০০০
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমতি হইতেছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা পশ্চিম পট্টি, জে, এল, নং ৩৩, থানা হাটহাজারী, জেলা চট্টগ্রাম।

বি,এস, খতিয়ান নং	বি,এস, দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১১৫০	৬৯৯৯ আংশিক	০.০৫
	মোট=	০.০৫ একর (কম/বেশী)

অধিকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এল, এ শাখা চট্টগ্রাম এ দেখা যেতে পারে।

মোঃ ইসমাইল
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও এল,এ)।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ০৫.৪২.১৯৩১.০০০.০৪.০২৭.১৫-১৪০—এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলাধীন ১৪নং আলকরা ইউনিয়ন পরিষদের ০৭নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, পিতা মৃত ওসমান আলী, গ্রাম লক্ষ্মীপুর গত ০৫-০২-২০১৫ তারিখ আনুমানিক রাত ১১.৩০ টায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন।

অতএব, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(১)(ঙ) ধারার আলোকে মৃত্যুজনিত কারণে তাঁর সদস্য পদটি শূন্য হওয়ায় একই আইনের ৩৫(২) ধারার ক্ষমতাবলে আমি দেবময় দেওয়ান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ০৭নং ওয়ার্ডের সদস্য পদটি তার মৃত্যুর তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

দেবময় দেওয়ান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
অধিগ্রহণ মামলা নং-০৩/২০১৩-২০১৪
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন চরকাউরিয়া মৌজায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা চরকাউরিয়া, জে.এল নং ২১, উপজেলা বকশীগঞ্জ, জেলা জামালপুর।

আর,এস খং নং	আর,এস দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	২	৩
১৮৭২	৩২২৬	০.৩৩০০

সর্বমোট ঃ ০.৩৩০০

অধিগ্রহণকৃত ভূমির নক্শা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জামালপুর কালেক্টরেটে দেখা যেতে পারে।

মোঃ জহিরুল ইসলাম খান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
অধিগ্রহণ মামলা নং-০৫/২০১৩-২০১৪
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা খিরসিন, জে.এল নং ৬৩, উপজেলা পবা, জেলা রাজশাহী।

আর.এস. খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৭২	৫০ আংশিক	০.২২০০
৩৭২	৫১ আংশিক	০.০৩১৩
২৬০	৪২ আংশিক	০.৩৩১৪
৪৩৩/১	৪৩ আংশিক	০.৩০০০
৯৮	৩৮ আংশিক	০.২২৭৭
৩২৫	৩১ আংশিক	০.২৮০০
১০১	৪০ আংশিক	০.৩৯২৬
৩২৫	৫৫ আংশিক	০.২৭৫০
৫২৭	৮৪ আংশিক	০.৩৪৭০
৩২৫	৩৯ পূর্ণ	০.২৪০০
৩২৫	৪১ পূর্ণ	০.২৭০০
৪২০	৫৪ পূর্ণ	০.১৬০০
৩৩২	৫৩ পূর্ণ	০.১৪০০
৪২০	৫২ পূর্ণ	০.৩২০০
৪২০	৮৫ পূর্ণ (নকসা মোতাবেক পূর্ণ কিন্তু খতিয়ান মোতাবেক নয়)	১.০১৫০
৩৩২	৮৬ পূর্ণ (নকসা মোতাবেক পূর্ণ কিন্তু খতিয়ান মোতাবেক নয়)	০.২৯০০
১৭৭	৮৭ পূর্ণ	০.১৬০০

মোট জমির পরিমাণ=৫.০০০০ একর।

ভূমি অধিগ্রহণের নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী'র ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যাইতে পারে।

ডাঃ দেওয়ান মোঃ শাহরিয়ার ফিরোজ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা
(এল.এ. শাখা)
অধিগ্রহণের ঘোষণা/গেজেট বিজ্ঞপ্তি ১১(২) ধারার অধীনে
২০১৪-২০১৫ খ্রিঃ সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণের মামলা নং-০১
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লেখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা কুমিল্লা, উপজেলা মনোহরগঞ্জ, মৌজা বড়পরানপুর, জে.এল নং ৪৪৭।

আর এস দাগ নং	আর এস খতিয়ান নং	দাগে মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৫৩ আংশিক	০৪	০.৯০	০.৩৩

মোট= ০.৩৩

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা কুমিল্লা এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

মোঃ আবদুল মতিন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৫ এপ্রিল ২০১৫

নং ২৬.০৬.০০০০.০০১.১৮.০০১.২০১৫/১৭৯১—এতদ্বারা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারার বিধানমতে AMAN CHICKS LIMITED (Reg No. C-105934) কোম্পানীর নাম অদ্য হইতে নিবন্ধন বহি থেকে কাটিয়া (Struck Off) দেওয়া হ'ল এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল।

তারিখ, ০৬ এপ্রিল ২০১৫

নং ২৬.০৬.০০০০.০০১.১৮.০০১.২০১৫/১৭৯২—এতদ্বারা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারার বিধান মতে IFAD FEED MILLS LTD. (Reg No. C-65515) কোম্পানীর নাম অদ্য হইতে নিবন্ধন বহি থেকে কাটিয়া (Struck Off) দেওয়া হ'ল এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল।

নং ২৬.০৬.০০০০.০০১.১৮.০০১.২০১৪/১৭৯৩—এতদ্বারা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারার বিধান মতে IFAD TRAVELS LTD. (Reg No. C-56072) কোম্পানীর নাম অদ্য হইতে নিবন্ধন বহি থেকে কাটিয়া (Struck Off) দেওয়া হ'ল এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল।

নং ২৬.০৬.০০০০.০০১.১৮.০০১.২০১৫/১৭৯৪—এতদ্বারা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারার বিধান মতে M.J. SWEATERS LTD. (Reg No. C-48524) কোম্পানীর নাম অদ্য হইতে নিবন্ধন বহি থেকে কাটিয়া (Struck Off) দেওয়া হ'ল এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল।

নং ২৬.০৬.০০০০.০০১.১৮.০০১.২০১৫/১৭৯৫—এতদ্বারা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারার বিধান মতে M.J. International Co. Ltd. (Reg No. C-40729) কোম্পানীর নাম অদ্য হইতে নিবন্ধন বহি থেকে কাটিয়া (Struck Off) দেওয়া হ'ল এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল।

নং ২৬.০৬.০০০০.০০১.১৮.০০১.২০১৫/১৭৯৬—এতদ্বারা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারার বিধান মতে Uni Chemicals (Bangladesh) Ltd. (Reg No. C-93597) কোম্পানীর নাম অদ্য হইতে নিবন্ধন বহি থেকে কাটিয়া (Struck Off) দেওয়া হ'ল এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল।

আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার
সহকারী রেজিস্ট্রার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

সংশোধনী

তারিখ, ১৮ চৈত্র ১৪২১/০১ এপ্রিল ২০১৫

নং ৩১.৪২.১৫০০.৪০২.০১৫.০৭.০৮-২৪২/১—এল. এ. মামলা নং-১৫/২০০৭-০৮ মূলে অধিগ্রহণকৃত ২২টি মৌজার সর্বমোট ২০.০৫৬০ একর কম/বেশী জমির গেজেট বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় কর্তৃক বিগত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৯৮–২০৬ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রকাশিত গেজেটের কপি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকাশিত গেজেটে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ নিম্নে ছক মোতাবেক দেখানো হল ঃ

মৌজার নাম: আল্লাই, জে, এল, নং-৫৪, উপজেলা পটিয়া, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	দাগ নং (বি,এস)	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
৪০	৭৬৯	৩৬০	০.৩৮	০.০১০০	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ০.০১ একরের স্থলে ০.১০ একর ছাপানো হয়েছে।

মৌজার নাম: পারিগ্রাম, জে, এল, নং-৯৫, উপজেলা পটিয়া, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	দাগ নং (বি,এস)	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
৪	১৭৬৫	৫৩৩,৪২৮	০.০২	০.০১৯০	দাগে মোট জমির পরিমাণ ০.০২ একরের স্থলে ০.০০২০ একর ছাপানো হয়েছে।

মৌজার নাম: আজিমপুর, জে, এল, নং-১১৪, উপজেলা পটিয়া, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	দাগ নং (বি,এস)	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
২	১৫৯৬	৪৯৬	০.২৩	০.০০৩০	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ ০.০০৩০ একরের স্থলে ০.০৩০০ একর ছাপানো হয়েছে।
৩	১৬০৩	৩৬৪, ৯৮, ১০২, ১৭৮, ১১০	০.১৬	০.০৩০০	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ ০.০৩০০ একরের স্থলে ০.০০৩০ একর ছাপানো হয়েছে।

মৌজার নাম: খরনা, জে, এল, নং-৯৪, উপজেলা পটিয়া, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগ নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	খতিয়ান নং এর কলামে দাগ নং এবং দাগ নং এর কলামে খতিয়ান নং ছাপানো হয়েছে।

মৌজার নাম: মুরাদাবাদ, জে, এল, নং-১৭, উপজেলা চন্দনাইশ, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	দাগ নং (বি,এস)	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
৪	৬৯	২৭২	০.০৪	০.০০৩০	দাগ নং ৬৯ এর স্থলে ৩৯ ছাপানো হয়েছে।
২৯	৬৫১	৩৬০	০.০৭	০.০০৬০	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ ০.০০৬০ একরের স্থলে ০.০৬০০ একর ছাপানো হয়েছে।
৪৩	৭৬৯	৪৯৯	০.১৩	০.০৩১০	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ ০.০৩১০ একরের স্থলে ০.০০৩১ একর ছাপানো হয়েছে।
৫৫	৮৩১	৪৯৩	০.৩৩	০.০৫০০	খতিয়ান নং ৪৯৩ এর স্থলে ৪৯০ ছাপানো হয়েছে।

মৌজার নাম: পশ্চিম এলাহাবাদ, জে, এল, নং-১৬, উপজেলা চন্দনাইশ, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগ নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	খতিয়ান নং এর কলামে দাগ নং এবং দাগ নং এর কলামে খতিয়ান নং ছাপানো হয়েছে।
৮	৩০৮	১০৩০	০.০৬	০.০২০০	দাগ নং ১০৩০ এর স্থলে ২০৩০ ছাপানো হয়েছে।
১৪	০১	১০৮৭	১.২৬	০.০০৩০	দাগে মোট জমির পরিমাণ ১.২৬ একরের স্থলে ০.২৬ একর ছাপানো হয়েছে।
২৬	১৮৩	২৬৭৪	০.০২	০.০১০০	দাগে মোট জমির পরিমাণ ০.০২ একরের স্থলে ০.০০২০ একর ছাপানো হয়েছে।
২৭	২৯৪	২৬৭৫	০.০১	০.০১০০	দাগে মোট জমির পরিমাণ ০.০১ একরের স্থলে ০.০০১০ একর ছাপানো হয়েছে।

ক্রমিক নং	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগ নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	খতিয়ান নং এর কলামে দাগ নং এবং দাগ নং এর কলামে খতিয়ান নং ছাপানো হয়েছে।
২৮	০১	২৬৭৭	০.০৫	০.০০৪০	দাগে মোট জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের স্থলে ০.০০৫০ একর ছাপানো হয়েছে।
২৯	৬৩০	২৬৯৭	০.০৮	০.০২৮০	দাগে মোট জমির পরিমাণ ০.০৮ একরের স্থলে ০.০০৮০ একর ছাপানো হয়েছে।
৩০	৭০৮	২৬৯৮	০.০৭	০.০০৩০	দাগে মোট জমির পরিমাণ ০.০৭ একরের স্থলে ০.০০৭০ একর ছাপানো হয়েছে।

মৌজার নাম: কাঞ্চন নগর, জে, এল, নং-১৮, উপজেলা চন্দনাইশ, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগ নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	খতিয়ান নং এর কলামে দাগ নং এবং দাগ নং এর কলামে খতিয়ান নং ছাপানো হয়েছে।
১৩	২৪০	৮০	০.২১	০.০৬৫০	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ০.০৬৫০ একরের স্থলে ০.৬৫০০ একর ছাপানো হয়েছে।

মৌজার নাম: মোহাম্মদপুর, জে, এল, নং-১৫, উপজেলা চন্দনাইশ, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগ নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	খতিয়ান নং এর কলামে দাগ নং এবং দাগ নং এর কলামে খতিয়ান নং ছাপানো হয়েছে।

মৌজার নাম: উত্তর জোয়ারা, জে, এল, নং-১৩, উপজেলা চন্দনাইশ, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগ নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	খতিয়ান নং এর কলামে দাগ নং এবং দাগ নং এর কলামে খতিয়ান নং ছাপানো হয়েছে।
০৫	১৭৯১	৬১৫৭	০.০১	০.০০৯০	দাগ নং ৬১৫৭ এর স্থলে ৬১৭৫ ছাপানো হয়েছে।

মৌজার নাম: গাছবাড়ীয়া, জে, এল, নং-২২, উপজেলা চন্দনাইশ, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগ নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
২৮	১৩০৭	৫২৯৬	০.০৬	০.০২৯০	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ০.০২৯০ একরের স্থলে ০.০২৮০ একর ছাপানো হয়েছে।

মৌজার নাম: হাসিমপুর, জে, এল, নং-২১, উপজেলা চন্দনাইশ, জেলা চট্টগ্রাম, এল, এ, কেস নং-১৫/২০০৭-০৮

ক্রমিক নং	খতিয়ান নং (বি,এস)	দাগ নং (বি,এস)	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
০৭	২২৮১	১৮৯৫	০.০৪	০.০৩০০	খতিয়ান নং ২২৮১ এর স্থলে ২৯৮১ ছাপানো হয়েছে।

মোঃ শাহরিয়াজ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ.)।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট

সিলেট বন বিভাগের ২০১৫-২০১৬ইং ও ২০১৬-২০১৭ইং (দ্বি-বার্ষিক) সনের ফৌতি (ভাসা) মহাল ইজারার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩০ মার্চ ২০১৫

নং ১২ ফৌতি (ভাসা) অব ২০১৫-২০১৭ইং (দ্বি-বার্ষিক)—সিলেট বন বিভাগের নিম্ন তফসিলে বর্ণিত ফৌতি (ভাসা) মহাল ২০১৫-২০১৬ইং ও ২০১৬-২০১৭ইং (দ্বি-বার্ষিক) সনের জন্য দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয়/ইজারা প্রদানের নিমিত্তে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে সিলেট বন বিভাগের হালনাগাদ তালিকাভুক্ত মহালদারগণের নিকট হইতে বদ্ধখামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। দরপত্র আগামী ১১-৫-২০১৫ ইং তারিখ বেলা ১.০০ ঘটিকার মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট; বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা; বিভাগীয় বন কার্যালয়, সিলেট; জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার এর কার্যালয়ে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হইবে।

সিলেট জেলাধীন প্রাপ্ত দরপত্র আগামী ১২-৫-২০১৫ইং তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়; সুনামগঞ্জ জেলাধীন প্রাপ্ত দরপত্র আগামী ১৩-৫-২০১৫ইং তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকার সময় সহকারী বন সংরক্ষক, সুনামগঞ্জ এর কার্যালয়ে এবং মৌলভীবাজার জেলাধীন প্রাপ্ত দরপত্র আগামী ১৪-৫-২০১৫ইং তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকার সময় সহকারী বন সংরক্ষক, শ্রীমঙ্গল এর কার্যালয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির উপস্থিতিতে খোলা হইবে। ইচ্ছা করিলে দরপত্রদাতাগণ ঐ সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

শর্তাবলী

১। ফৌতি (ভাসা) মহাল বিক্রয়/ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার হইতে হইবে এবং তাহার মহালদারী তালিকাভুক্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উহা হালনাগাদ নবায়ন থাকিতে হইবে। সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার ব্যতীত অন্য কেহ দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে পরিবেন না। দরপত্রের সহিত হালনাগাদ তালিকাভুক্তিসহ মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর পরিশোধের সত্যায়িত আলোকছাপ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

২। দরপত্রদাতাকে দরপত্রের সহিত দ্বি-বার্ষিক সনের জন্য মোট উদ্ধৃত মূল্যের শতকরা ১০% (দশ ভাগ) হারে বায়নার টাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সিলেট এর বরাবরে (Pledged to D.F.O. Sylhet) যে কোন তপসিলভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার মূলে জমা দিয়া গৃহীত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়া ছাড়া কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না। অকৃতকার্য দরপত্রদাতার বায়নার টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার যথাসময়ে ফেরত প্রদান করা হইবে।

৩। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী তালিকাভুক্ত মহালদারকে দরপত্র দাখিলের পূর্বে তফসিলে বর্ণিত ফৌতি (ভাসা) মহালগুলি পরিদর্শন করিয়া দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। ফৌতি (ভাসা) মহালগুলি পূর্বে না দেখার অজুহাতে দরপত্র গ্রহণের পর দরপত্রদাতার কোন ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৪। দরপত্র অবশ্যই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক নির্ধারিত ছকপত্রে (সিডিউল) দাখিল করিতে হইবে। নির্ধারিত ছকপত্র (সিডিউল) কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট; বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা; বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় (টাইম রেঞ্জ, চাদনীঘাট, সিলেট, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এবং জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার এর কার্যালয় হইতে নগদ ৪০০ (চারশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) প্রদানপূর্বক আগামী ১০-৫-২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (ছুটির দিন ব্যতীত) ক্রয় করা যাইবে। দরপত্রের ছকপত্র (সিডিউল) ক্রয়ের সময় হালনাগাদ মহালদারী তালিকাভুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র সিডিউল সরবরাহ করা হইবে না। দরপত্রদাতাকে দরপত্র সিডিউল ক্রয়ের মূল রসিদ দরপত্রের সাথে গাঁথিয়া জমা দিতে হইবে।

৫। প্রতিটি ফৌতি (ভাসা) মহালের জন্য আলাদা আলাদাভাবে দরপত্র সিডিউল ক্রয় করিতে হইবে এবং আলাদাভাবে দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। খামের উপর মহাল নং ও নাম লিখিয়া দিতে হইবে।

৬। যাহার দরপত্র গ্রহণ করা হইবে, তাহাকে দরপত্র গ্রহণের সংবাদ জানানোর ৩(তিন) দিনের মধ্যে প্রত্যেক ফৌতি(ভাসা) মহালের জন্য গৃহীত মূল্যের শতকরা ২৫% হারে জামানত ব্যাংক কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পাসপোর্ট সাইজের ৩ কপি ফটোসহ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট এর বরাবরে তফসিলভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/পাসবহির মাধ্যমে জমা দিয়া উহা অত্র দপ্তরে জমা প্রদান করতঃ নির্ধারিত ফরমে চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ইচ্ছা করিলে জামানতের টাকা বিক্রয় মূল্যের শতকরা ৭৫% (পঁচাত্তর) ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন। মুদ্রিত চুক্তিনামা পত্রের নমুনা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট ও সিলেট বন বিভাগের যে কোন রেঞ্জ অফিস হইতে দেখিতে ও জানিতে পারা যাইবে। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিনামাপত্র সম্পাদনের পর সফল দরপত্রদাতার বায়নার টাকা অবমুক্ত করা হইবে।

৭। ৬ নং শর্তে বর্ণিত নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে জামানতের টাকা জমা দিতে ও চুক্তিনামাপত্র সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে, কৃতকার্য দরপত্রদাতার বায়নার টাকা (Earnest mony) সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। তাহা ছাড়াও বন বিভাগের তালিকাভুক্তি বাতিলক্রমে কালো তালিকাভুক্তি (Black Listed) করা যাইতে পারে। পরবর্তীতে মহালটি বিক্রয়জনিত কারণে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহা "সরকারি পাওনা" হিসাবে আদায়ের জন্য ১ম দরপত্রদাতার বিরুদ্ধে সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত দরপত্রদাতার অন্য কোন মহালের জামানত কিংবা অন্য কোন প্রকার অর্থ বন বিভাগের নিকট পাওনা থাকিলে, তাহা হইতে সরকারের পাওনা অর্থ কর্তনক্রমে আদায় করা যাইবে।

৮। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিনামাপত্র সম্পাদনের পর ১২নং শর্তানুযায়ী মহালের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতঃ কার্যাদেশপত্র গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, দরপত্রদাতার জামানত সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহার দরপত্র বতিল করা হইবে।

৯। দরপত্রদাতা চুক্তিনামাপত্রের বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন শর্ত লংঘন করিলে তাহার জামানতের টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত এবং তাহার দরপত্র বাতিল বলিয়া ফৌতি (ভাসা) মহালটি পুনরায় ইজারা প্রদান করিতে পরিবেন। পুনঃ ইজারা প্রদানে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে, তাহা প্রথম দরপত্রদাতার নিকট হইতে বকেয়া ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১০। দরপত্রদাতাকে যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মালিক অথবা প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছল ব্যবসায়ী হইতে হইবে। আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে ব্যাংক কর্তৃক লেনদেনের বিগত ১(এক) বছরের হালনাগাদ বিবরণী দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

১১। যাহার নিকট বন বিভাগের পূর্ববর্তী কোন বকেয়া রাজস্ব অনাদায়ী রহিয়াছে অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পাওনা বাবদ সার্টিফিকেট মামলা মূলতবি রহিয়াছে অথবা যাহারা বন আইনে অপরাধী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাদের দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা কর্তৃপক্ষের বিবেচনা সাপেক্ষে।

১২। ফৌতি (ভাসা) মহাল বিক্রয় কিস্তির টাকা/রাজস্ব নিম্নরূপভাবে পরিশোধ করিতে হইবে ঃ

(ক) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার নিচে ইজারা অনুমোদন জানানোর ৭(সাত) দিনের মধ্যে এককালীন সমুদয় অর্থ আয়কর ও ভ্যাটসহ পরিশোধ করতঃ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে কার্যাদেশপত্র গ্রহণ করিত হইবে।

(খ) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার উর্দ্ধের ইজারাকৃত ফৌতি (ভাসা) মহালের দরমূল্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিবেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরমূল্য অনুমোদনের পর ক্রেতাকে অনুমোদন সংবাদ জানানো ৭(সাত) দিনের মধ্যে আয়কর ও ভ্যাটসহ সম্পূর্ণ টাকা/রাজস্ব পরিশোধ করতঃ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে কার্যাদেশপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। কার্যাদেশপত্র গ্রহণ ব্যতীত মহালে কাজ করিতে দেওয়া হইবে না।

১৩। চুক্তিনামাপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর প্রাপ্ত বনজদ্রব্য সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং সরকার ইচ্ছামত এই বনজদ্রব্য বিক্রয় করিয়া রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিতে পারিবেন।

১৪। মহালদার কোন বনজদ্রব্যের মালিকানা প্রমাণ না করিতে পারিলে উহা কোন অবস্থাতেই ফৌতি বনজদ্রব্য হিসাবে গণ্য হইবে না।

১৫। সীমান্ত গোলযোগের দরুন ইজারাকৃত ফৌতি (ভাসা) মহালের কাজের ব্যাঘাত হইলে অথবা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হইলে সরকারকে দায়ী করা যাইবে না বা সরকার কোন রকম ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে না।

১৬। যদি কৃতকার্য কোন ইজারদার ৬নং শর্তে বর্ণিত চুক্তিনামা সম্পাদন না করেন তবে ২ ও ৬ নং শর্তে বর্ণিত বায়নার টাকা/জামানতের টাকা সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করতঃ ফৌতি (ভাসা) মহালে ইজারা বাতিল করা হইবে।

১৭। মহালের বিপরীতে ধৃত ফৌতি বনজদ্রব্য যদি দৈবক্রমে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায় অথবা ঝড় তুফান বা বন্যায় নষ্ট হয় বা অন্য কোন কারণে বনজদ্রব্য নষ্ট বা খোয়া যায়, তজ্জন্য ইজারদার কোনক্রমেই মহালের বিপরীতে ধৃত ফৌতি বনজদ্রব্যের রাজস্ব পরিশোধ করা হইতে রেহাই পাইবেন না এবং বন বিভাগ ঐ ক্ষতির জন্য দায়ী থাকিবে না।

১৮। তফসিলে বর্ণিত ২০১৫-২০১৭ ইং (দ্বি-বার্ষিক) সনে বিক্রিতব্য/বিক্রয়যোগ্য ফৌতি (ভাসা) মহাল হইতে যে কোন ফৌতি (ভাসা) মহাল বাদ দেওয়া বা অন্য যে কোন ফৌতি (ভাসা) মহাল অর্ন্তভুক্ত করা বা না করা এবং বিক্রিত কোন ফৌতি (ভাসা) মহাল সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাদেশের পূর্বে বাদ দেওয়া সম্পূর্ণ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন।

১৯। মহালের ইজারার মেয়াদ কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ১৫ মার্চ, ২০১৭ ইং পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

২০। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ডিপো ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বনজদ্রব্য মজুদ করা যাইবে না। নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ফৌতি (ভাসা) মহালের বিপরীতে আহরিত বনজদ্রব্য সাময়িকভাবে মজুদের ডিপো স্থাপনের জন্য মহাল নং, ডিপোর স্থান, মৌজা, জে, এল, নং, দাগ নং (জায়গার মালিকানা সম্পর্কে পর্চা (ROR) এর সত্যায়িত আলোকছাপ ও স্ক্যাচ ম্যাপসহ) উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা ও সহকারী বন সংরক্ষকের মাধ্যমে বিভাগীয় বন কার্যালয়ে আবেদনক্রমে ডিপো স্থাপনের অনুমতি ও ডিপোর রেজিস্ট্রেশন নম্বরও সংগ্রহ করিতে হইবে। বন বিভাগ বা টাস্কফোর্সের কোন কর্মকর্তা চাহিবামাত্র ডিপো রেজিস্টার ও ডিপো স্থাপনের অনুমতিপত্র প্রদর্শন করিতে মহালদার বা তাহার প্রতিনিধি বাধ্য থাকিবেন। ডিপোর নম্বর উল্লেখ ব্যতীত টি.পির জন্য আবেদন করা হইলে কোন টি. পি ইস্যু করা হইবে না।

২১। ইজারাদার ফৌতি বনজদ্রব্য ভাসমান অবস্থায় মালিকানা হাতুড়ীর চিহ্ন প্রদানের পর ডিপোতে আহরণের সাথে সাথে বনজদ্রব্য পরিমাপ করতঃ পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরীপূর্বক উহার মূলকপি সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং ১(এক) কপি সংরক্ষণ করিতে হইবে। উক্ত কপি টাস্কফোর্স বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করিতে হইবে। ধৃত ফৌতি বনজদ্রব্যের উপর আইনানুগভাবে কাহারও কোন মালিকানা প্রমাণিত না হইলে, উহা মহালদারকে ড্রিফট বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ২(দুই) মাস সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সরকার নির্ধারিত রাজস্ব (Royalty as per schedule rate) পরিশোধান্তে প্রদান করা হইবে।

২২। ধৃত ফৌতি বনজদ্রব্যের উপর আইনানুগভাবে কাহারো মালিকানা প্রমাণিত হইলে ড্রিফট টিম্বার রুলস ফর সিলেট ডিস্ট্রিক্ট/১৯৫৫ এর ৪ নং বিধি অনুসারে উক্ত বনজদ্রব্যের সংগ্রহ খরচ (সলভেজ ফি) পরিশোধ সাপেক্ষে ইজারাদার উক্ত বনজদ্রব্য উহার মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৩। যদি কোন ইজারাদার মহালে ধৃত বনজদ্রব্য এর ড্রিফট বিজ্ঞপ্তির নির্ধারিত মেয়াদ শেষে বনজদ্রব্যের রাজস্ব পরিশোধ না করিয়া উক্ত বনজদ্রব্য গোপনে পাচার করিয়াছেন এই মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত মহাল ক্রেতার জামানত বাতিল করতঃ তাহার তালিকাভুক্তি বাতিলসহ তাহার বিরুদ্ধে বকেয়া ভূমি রাজস্ব সার্টিফিকেট কেইস জারী করিয়া সরকারের ক্ষয়ক্ষতি আদায় করা হইবে।

২৪। বিক্রয় হাতুড়ী দ্বারা মার্কা করার পূর্বে মহালদার ধৃত ফৌতি বনজদ্রব্য নির্ধারিত ডিপো হইতে স্থানান্তর অথবা অপসারণ করিতে পারিবেন না।

২৫। যে সকল কাঠের দৈর্ঘ্য ৪′–০″ ফুটের কম ও বেড়া ২′-১″ ফুটের নীচের হইবে এবং যে সকল বাঁশ চালি বাধা নয়, উহা ফৌতি (ভাসা) বনজদ্রব্য হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

২৬। কৃতকার্য কোন ইজারাদার চুক্তিনামাপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিলে ফৌতি (ভাসা) মহালের বিপরীতে জমাকৃত তাহার বায়নার টাকা/জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও যদি তাহার অন্য কোন মহাল খরিদ করা থাকে, তবে তাহা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বাতিল করিয়া তাহাকে ব্ল্যাক লিস্ট (কালো তালিকা) করিতে পারিবেন।

২৭। ফৌতি (ভাসা) বনজদ্রব্য বাবদ সরকারি কোন পাওনা (রয়েলটি) অপরিশোধিত থাকিলে, উহা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে সার্টিফিকেট কেইস জারী করিয়া আদায় করা হইবে।

২৮। মহালের সীমানাজনিত যে কোন বিবাদে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

২৯। ধৃত ফৌতি (ভাসা) বনজদ্রব্যের মধ্যে যদি কোন বনজদ্রব্য কাস্টমস এ্যাক্ট অনুযায়ী কাস্টমস ডিউটি ইত্যাদি দিতে হয়, তবে মহাল ক্রেতা উহাদের কাস্টমস ডিউটি এবং সেল ট্যাক্স পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩০। ডিপো হইতে রাস্তা, নদী অথবা যে কোন পথে বনজদ্রব্য বাহির করিয়া গন্তব্যস্থলে লইয়া যাওয়ার জন্য বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ ইং অনুসরণ করিতে হইবে/মানিয়া চলিতে হইবে।

৩১। ইজারাদারকে ফৌতি (ভাসা) মহালের ক্রয় মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ৫% হারে উৎসে আয়কর এবং ১৫% হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর ইজারা মূল্যের সহিত এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে। ইহাছাড়া, ইতোমধ্যে সরকারি অন্য কোন প্রকার কর আরোপিত হইলে বা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে কর প্রদানের যেই হার ধার্য হইবে, সেই হারে মহালক্রেতা উহা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩২। সর্বোচ্চ বা যে কোন দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বা সংশ্লিষ্ট প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার একতিয়ারভুক্ত। ইহার জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বা প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাহারও নিকট কোন প্রকার কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

৩৩। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত ফৌতি (ভাসা) মহাল বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে/কারণে কর্তৃপক্ষ বিক্রয় নাও করিতে পারেন। ইহার জন্য কাহারও কোন ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৩৪। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারা প্রদান বা ইজারা মূল্য অনুমোদন পদ্ধতিগত কারণে বিলম্ব ঘটিলে, তজ্জন্য মহালদার কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না বা মহালের কার্যাদেশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা বায়নার টাকা ফেরত দাবী করিতে পারিবেন না।

৩৫। এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে মুদ্রণজনিত বা অন্য কোন প্রকার ভুল ধরা পড়িলে তাহা সংশোধন এবং যে কোন শর্ত বা শর্তাংশ প্রয়োজনে যে কোন সময় সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে। ইহার জন্য কাহারও কোন প্রকার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৩৬। এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সকল শর্তাবলী পুংখানুপুংখরূপে অবগত হইয়া দরপত্রে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। পরবর্তীতে এতদবিষয়ে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৩৭। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত যে কোন ফৌতি (ভাসা) মহাল ধার্যকৃত তারিখে বিক্রয়/ইজারা প্রদানের জন্য উপযুক্ত/গ্রহণযোগ্য দরপত্র পাওয়া না গেলে, উহা বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত একই অনুমোদিত শর্তে পরবর্তীতে পুনরায় দরপত্র আহবান, দরপত্র সিডিউল বিক্রয় এবং দরপত্র গ্রহণের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করতঃ দরপত্র আহবান করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে।

৩৮। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত ২১টি ফৌতি (ভাসা) মহালের মধ্যে ক্রমিক নং-১৭ (থামালিয়া, যাদুকাটা, পাটনাই নদী) ফৌতি (ভাসা) মহালের বিপরীতে মহামান্য আদালতে মামলা চালু থাকায় উহা এই বিজ্ঞপ্তিতে বিক্রয় করা যাইবে না। তবে মহামান্য আদালত কর্তৃক উক্ত মামলা নিষ্পত্তি হওয়া সাপেক্ষে (যদি উহার রায় সরকারের অনুকূলে যায়) অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অনুমোদিত শর্তেই শুধুমাত্র পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে পরবর্তীতে উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩৯। এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোন শর্তের ব্যাখ্যা বা সংশ্লিষ্ট মহাল বিক্রয়/ইজারা ও বিক্রয়/ইজারা উত্তর পরিস্থিতিতে উত্থাপিত কোন প্রশ্নে বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক হইবে।

দরপত্রের শর্তাবলী অনুমোদন করা হইল।

মোঃ আবু হানিফ পাটওয়ারী
বন সংরক্ষক
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন
মহাখালী, ঢাকা।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট।

"ফৌতি (ভাসা) মহালের তফসিল"

ক্রমিক নং	মহাল নং	মহালের বর্ণনা	ফরেস্টের নাম	সর্বোচ্চ পানির লাইন হইতে উভয় তীরের দিকে ২০ বিস্তৃত বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য	মহালের সীমানা	মন্তব্য
(ক) সিলেট রেঞ্জ						
(১)	সিলেট/০১/ডি অব ২০১৫-২০১৭	ধলাই ধুবরী নদী	ইউ, এস, এফ	১০ মাইল	ভারত-বাংলাদেশ সীমানা হইতে কোম্পানীগঞ্জ খাল পর্যন্ত।	
(২)	সিলেট/০২/ডি অব ২০১৫-২০১৭	কুশিয়ারা নদী	ইউ, এস, এফ	২৫ মাইল	গজুকাটা হইতে ফেঞ্চুগঞ্জ পর্যন্ত।	
(৩)	সিলেট/০৩/ডি অব ২০১৫-২০১৭	উৎমাছড়া (নয়াছড়া)	ইউ, এস, এফ	৬ মাইল	ভারত-বাংলাদেশ সীমানা হইতে পিয়াইন নদীর খাল পর্যন্ত।	
(৪)	সিলেট/০৪/ডি অব ২০১৫-২০১৭	সুনাই নদী	ইউ, এস, এফ	২০ মাইল	ভারত-বাংলাদেশ সীমানা হইতে কোম্পানীগঞ্জ খাল পর্যন্ত।	
(খ) সারী রেঞ্জ						
(৫)	সারী/০১/ডি অব ২০১৫-২০১৭	গোয়াইন নদী	ইউ, এস, এফ	২৬ মাইল	লালাখাল হইতে জুলুরমুখ পর্যন্ত।	
(৬)	সারী/০২/ডি অব ২০১৫-২০১৭	পিয়াইন নদী	ইউ, এস, এফ	১২ মাইল	মকসিয়া ঘাট হইতে তেলিখাল এবং বাল্লঘাট মুখতলা পর্যন্ত।	
(৭)	সারী/০৩/ডি অব ২০১৫-২০১৭	লোভা নদী	ইউ, এস, এফ	৫ মাইল	ভারত-বাংলাদেশ সীমানা হইতে লোভামুখ পর্যন্ত।	
(৮)	সারী/০৪/ডি অব ২০১৫-২০১৭	সুরমা নদী ২য় খণ্ড	ইউ, এস, এফ	৩০ মাইল	লোভামুখ হইতে মৌলভীখালের মুখ পর্যন্ত।	
(৯)	সারী/০৫/ডি অব ২০১৫-২০১৭	সুরমা নদী ৩য় খণ্ড	ইউ, এস, এফ	১৮ মাইল	ত্রিগংগা হইতে লোভামুখ পর্যন্ত।	
(গ) কুলাউড়া রেঞ্জ						
(১০)	কু/০১/ডি অব ২০১৫-২০১৭	মনু নদী ১ম খণ্ড	ইউ, এস, এফ	২৫ মাইল	ভারত-বাংলাদেশ সীমানা হইতে চাতলাপুরঘাট মনু রেলসেতু কটারকোনা বাজার হইয়া দলাই মনুর মিলনস্থলের উপরিভাগ পর্যন্ত।	
(গ) সুনামগঞ্জ রেঞ্জ						
(১১)	এস/০১/ডি অব ২০১৫-২০১৭	জালিয়াছড়া নদী	ইউ, এস, এফ	১০ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সহিত বাংলাদেশের সীমানা হইতে সুরমা নদী পর্যন্ত।	
(১২)	এস/০২/ডি অব ২০১৫-২০১৭	লালাইছড়া নদী	ইউ, এস, এফ	৮ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সহিত বাংলাদেশের সীমানা হইতে সুরমা নদী পর্যন্ত।	
(১৩)	এস/০৩/ডি অব ২০১৫-২০১৭	ইছামতি নদী	ইউ, এস, এফ	৮ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সহিত বাংলাদেশের সীমানা হইতে সুরমা নদী পর্যন্ত।	
(১৪)	এস/০৪/ডি অব ২০১৫-২০১৭	পুরাতন বাগরাই নদী ও তার উপ- নদী	ইউ, এস, এফ	১৫ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সহিত বাংলাদেশের সীমানা হইতে সুরমা নদী পর্যন্ত।	
(১৫)	এস/০৫/ডি অব ২০১৫-২০১৭	খাসিয়ামারা নদী	ইউ, এস, এফ	১২ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সহিত বাংলাদেশের সীমানা হইতে সুরমা নদী পর্যন্ত।	

ক্রমিক নং	মহাল নং	মহলের বর্ণনা	ফরেষ্টের নাম	সর্বোচ্চ পানির লাইন হইতে উভয় তীরের দিকে ২০ বিস্তৃত বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য	মহালের সীমানা	মন্তব্য
(১৬)	এস/০৬/ডি অব ২০১৫-২০১৭	ধলাই বিরামপুর খাল	ইউ, এস, এফ	৮ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সহিত বাংলাদেশের সীমানা হইতে সুরমা নদী পর্যন্ত।	
(১৭)	এস/০৭/ডি অব ২০১৫-২০১৭	ঝালখালী নদী	ইউ, এস, এফ	৮ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সহিত বাংলাদেশের সীমানা হইতে সুরমা নদী পর্যন্ত।	
(১৮)	এস/০৮/ডি অব ২০১৫-২০১৭	থামালিয়া যাদুকাটা পাটনাই নদী	ইউ, এস, এফ	১০ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সহিত বাংলাদেশের সীমানা হইতে সুরমা নদী পর্যন্ত।	অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির (৩৮) নং শর্তানুযায়ী তফসিলে বর্ণিত (১৭) নং ক্রমিকে উল্লিখিত ফৌতি (ভাসা) মহালের বিষয়ে মহামান্য আদালতে মামলা চালু থাকায় উহা পরবর্তীতে বিক্রয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।
(১৯)	এস/০৯/ডি অব ২০১৫-২০১৭	মহেষখালী নদী	ইউ, এস, এফ	২০ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সহিত বাংলাদেশের সীমানা হইতে সুরমা নদী পর্যন্ত।	
(২০)	এস/১০/ডি অব ২০১৫-২০১৭	শেলা নদী	ইউ, এস, এফ	১০ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের সহিত বাংলাদেশের সীমানা হইতে সুরমা নদী পর্যন্ত।	
(২১)	এস/১১/ডি অব ২০১৫-২০১৭	মরাপাটনাই নদী	ইউ, এস, এফ	৮ মাইল	যাদুকাটা নদী হইতে উৎপত্তি হইয়া হালিয়ারার নিকটস্থ পাচাহুল হাওর পর্যন্ত।	
(২২)	এস/১২/ডি অব ২০১৫-২০১৭	লোহাজুরী নদী	ইউ, এস, এফ	১২ মাইল	খাসিয়া জৈন্তা পাহাড় হইতে উৎপত্তি লাউর রিজার্ভ হইয়া আংগারউলি হাওর হইয়া সুরমা নদী পর্যন্ত।	

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

ভূমি অধিগ্রহণ শাখা

ফরম-'ঘ'

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

১১(২) ধারা মোতাবেক

যেহেতু নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি "ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তদনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (২নং অধ্যাদেশ, ১৯৮২) এর ১০ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে গণ্য করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হ'ল এবং সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হ'ল।

তফসিল

মৌজা ঃ উত্তর কাট্টলী, জে.এল নং-০১, থানা/উপজেলা: ডবলমুরিং, জেলা : চট্টগ্রাম।

ক্রমিক নং	বি. এস খতিয়ান নং	বি. এস দাগ নং	মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১	১.১৪৪৮	১৯৪৪ (আং)	০.১৯০০	০.০৪৬৬
২	২৪৩,৮১৯,৮৪২,১৬৮৬	১৯৪৫ (আং)	১.১২০০	০.০০৩৭
৩	২৪৩,৮১৯,৮৪২,১৬৮৬	১৯৪৬ (আং)	০.১৫০০	০.০৩৮২
৪	৮৮৪	১৯৪৮ (আং)	০.৬৩০০	০.২১৯৬
			সর্বমোট =	০.৩০৮১

কথায় : (শূন্য দশমিক তিন শূন্য আট এক) একর।

রাব্বী মিয়া
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল,এ)।

ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
ফরম-'ঘ'
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
১১(২) ধারা মোতাবেক

যেহেতু নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি "ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তদনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (২নং অধ্যাদেশ, ১৯৮২) এর ১০ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে গণ্য করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হ'ল এবং সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হ'ল।

তফসিল

মৌজা : পূর্ব মঘাদিয়া, জে, এল, নং-৭৩, উপজেলা: মীরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম।

ক্রমিক নং	বি. এস খতিয়ান নং	বি. এস দাগ নং	মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১	১৮৬১	১৩০৭৭ (আংশিক)	০.১৮০০	০.০৭৫৭৬
২	৮১৪	১৩০৮৮ (আংশিক)	০.১০০০	০.০৩৭৮৮
			মোট =	০.১১৩৬৪

কথায় : জমির পরিমাণ = ০.১১৩৬৪ (শূন্য দশমিক এক এক তিন ছয় চার) একর।

মোঃ শাহরিয়াজ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল,এ)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
উপ শাখা-৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জেলা প্রশাসক, ঢাকা'র কার্যালয়ের ৫/৭২-৭৩ ও ১৩/৫৯-৬০ নং এল.এ. কেসের মাধ্যমে ঢাকা জেলার মীরপুর থানাধীন বাউনিয়া মৌজার অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/ঢাকা-১৫/২০০৮-১০৮ তারিখ ২৭-০৪-২০০৯ খ্রিঃ ও স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-১০/অধি/ঢাকা-১৫/২০০৮-১৯২ তারিখ ০৬-০৭-২০০৯ খ্রিঃ এর নির্দেশনামতে সরকার পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করলেন এবং এর সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পিত হ'ল।

জমির বিবরণ

মৌজা বাউনিয়া

ক্রমিক নং	সি. এস/দাগ নং	জমির পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১	৩১০১ অংশ	০.৩২
২	৩১০২ পূর্ণ	০.৭৫
৩	৩১০৩ পূর্ণ	০.৭৬
৪	৩১০৪ অংশ	৪.৫৭
৫	৩১০৫ অংশ	০.১২
৬	৩১২১ অংশ	১.৩২
৭	৩১২৩ অংশ	০.২২
৮	৩১০৬ অংশ	১.৯২
৯	৩১০৭ পূর্ণ	০.২০

মোট=১০.১৮ একর

সর্বমোট জমির পরিমাণ=১০.১৮ (দশ দশমিক এক আট) একর।

উল্লেখ্য যে, ৩১০৬ নং দাগের ১.৫০ একর ও ৩১০৭ নং দাগের ০.২০ একর ভূমি ১৩/৫৯-৬০ নং এল.এ কেসভুক্ত এবং অবশিষ্ট ভূমি ৫/৭২-৭৩ নং এল.এ. কেসভুক্ত।

মোঃ জিল্লার রহমান
জেলা প্রশাসক।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১০ পৌষ ১৪২১/২৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং সঃ বিঃ-১১/৯৭/পার্ট-২/মহাঃ/৫৮০—বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের ১৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০৫.০০২. ৪০.০৭.০২২.২০১৪/৩১৬ নং পত্রের সুপারিশ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪০.০১০.০১২.০১.০০. ০০১. ২০১০.১৩৬২ নং পত্রের প্রেক্ষিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত কর্মচারীগণকে শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) (২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা) পদে জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০ টাকার স্কেলে পদোন্নতি প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদ
১	২	৩
(১)	জনাব মোঃ আবুল কালাম হিসাব রক্ষক	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
(২)	জনাব মোঃ আজিজুল হক উচ্চমান সহকারী	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
(৩)	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক উচ্চমান সহকারী	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
(৪)	জনাব মোঃ ফয়েজ উল্লাহ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
(৫)	জনাব মোঃ শাহরিয়ার চৌধুরী উচ্চমান সহকারী	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
(৬)	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
(৭)	জনাব মোঃ শাহ আলম সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
(৮)	বেগম এলিজা আক্তার সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)

২। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় যোগদান করবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৪ মাঘ ১৪২১/২৭ জানুয়ারি ২০১৫

নং সঃ বিঃ-১১/৯৭/পার্ট-২/প্রঃ পঃ/৯৬—বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের ১৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০৫.০০২.৪০.০৭.০২২.২০১৪/৩১৬ নং পত্রের সুপারিশের প্রেক্ষিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের সঃবিঃ-১১/৯৭/পার্ট-২/মহাঃ/৫৮০/১(৩০) নং প্রজ্ঞাপনে নিম্নোক্ত শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) (২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের সঃ বিঃ-১১/৯৭/পার্ট-২/প্রঃ পঃ ৬৩ প্রজ্ঞাপনে ৩ ও ৫ নং ক্রমিকের কর্মকর্তাগণকে আংশিক সংশোধন পূর্বক তাঁদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত কর্মস্থলে নিয়োগ/পদায়ন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	পদায়নকৃত কর্মস্থল	পদের নাম ও বেতন স্কেল
(১)	জনাব মোঃ ফয়েজ উল্লাহ শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)	উপ মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ, (প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত)	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) টাঃ ৮০০০-১৬৫৪০/- (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী)
(২)	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)	উপ মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর (DIFE আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ০৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্পে সংযুক্ত)	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) টাঃ ৮০০০-১৬৫৪০/- (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী)

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সৈয়দ আহম্মদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)।